যায়যায়দিন

তারিখ 13 NOV 2007
পৃষ্ঠা ... কলাম ২

ভর্তি দুর্নীতিতে দুষ্ট চক্রের বলয়

আজিজুর রহমান অনুপ ইবি

দুর্নীতির দুষ্ট চক্রের বলয় থেকে মুক্ত হতে পারছে না ইসলামী ইউনিভার্সিটি। অভিযোগ রয়েছে, ইউনিভার্সিটিতে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয় ভর্তি পরীক্ষায়। ২৮ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এ ইউনিভার্সিটিতে এখনো ভর্তি সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম-নীতি প্রণয়ন হয়নি। ফলে যে যার অবস্থানে থেকে দুর্নীতি করে যাচ্ছে। প্রতি বছর ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে কিছু শিক্ষক-কর্মকর্তা ও ছাত্র নেতাদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে একাধিক অবৈধ ভর্তি সিন্ডিকেট। নাম মাত্র দুই-তিনটি বিভাগ নিয়ে অযৌক্তিকভাবে ইউনিট বৃদ্ধি করা হচ্ছে। আবার এ বছর ফর্মের দাম ২৫০ থেকে বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা হয়েছে। ফলে ফর্ম কিনতে গিয়েই হোচোট খাচ্ছেন গরিব-মেধাবী শিক্ষার্থীরা। অন্যদিকে হাতে গোনা কয়েকজন শিক্ষক-কর্মকর্তাদের যোগসাজসে ছাত্র সংগঠনের নেতারা প্রশ্নপত্র ফাস, পরীক্ষায় প্রক্সি দেয়া, পাশাপাশি রোল করিয়ে দেয়া, পছন্দ মতো সাবজেক্ট পাইয়ে দেয়াসহ বিভিন্ন কোটায় অবৈধভাবে ছাত্র ভর্তি করিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এ মাসের ২০ তারিখ থেকে ফর্ম বিতরণ শুরু হবে।

জানা যায়, ইসলামী ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের কাছে ভর্তিচ্ছুদের কল্যাণ-অকল্যাণ বিবেচ্য না হয়ে অধিক অর্থ উপার্জন মুখ্য হয়ে দাড়ায়। আধুনিক প্রযুক্তির এ যুগে দেশের প্রায় সব কয়টি ইউনিভার্সিটিতে ওএমআর পদ্ধতিতে পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়। এতে অতি অল্প সময়ে ফল প্রকাশ করা যায় এবং দুর্নীতির সুযোগ খুব কম থাকে। গত দুই বছর ধরে ওএমআর পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য ছাত্র সংগঠনগুলো ও ধর্মতত্ত্ব অনুষদের শিক্ষকরা আন্দোলন করে এলেও দুর্নীতির সুযোগ ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন বাবদ টাকা পাবেন না বলে এক শ্রেণীর শিক্ষকদের বিরোধিতার কারণে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

এ ইউনিভার্সিটিতে ২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে এমসিকিউ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ শুরু হয়। তখন 'ক' ইউনিটে চারটি, 'খ' ইউনিটে সাতটি, 'গ' ইউনিটে পাচটি এবং 'ঘ' ইউনিটে দুটি বিভাগ ছিল। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষা থেকে বেশি টাকা আয় করতে ইউনিট বৃদ্ধির হিড়িক পড়ে যায়। ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষে নতুন চালু করা গণিত ও আল ফিকহ বিভাগসহ মাত্র ২০টি বিভাগে ভর্তির জন্য অযৌক্তিকভাবে চারটি থেকে বাড়িয়ে সাতটি ইউনিট করা হয়। ইউনিটগুলোতে বিভাগের সংখ্যা কম-বেশি থাকলেও আবেদন ফর্মের দামের কোনো পার্থক্য নেই। অথচ ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ৫৩টি বিভাগ ও ইন্সটিটিউটে ভর্তির জন্য মাত্র চারটি ইউনিটের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় প্রতি ইউনিটের ফর্মের মূল্য নেয়া হয় ২৫০ টাকা। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে শুধু 'ক' ইউনিটের

ইসলামী ইউনিভার্সিটি

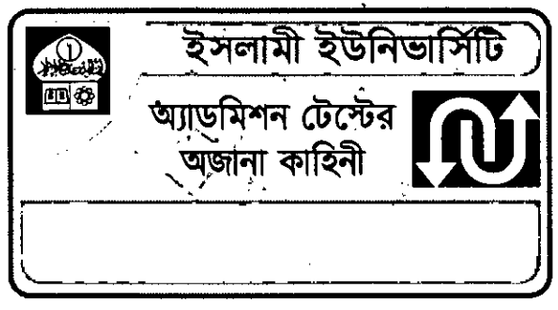

অ্যাডমিশন টেস্টের অজানা কাহিনী

অধীনেই ২৪টি বিভাগ আছে। আর ইসলামী ইউনিভার্সিটিতে মাত্র ২০টি বিভাগের জন্য সাতটি ইউনিট করা হয়েছে। উভয় ইউনিভার্সিটিতে ইউনিটগুলোতে বিভাগ অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকলেও ফর্মের দামের কোনো পার্থক্য নেই।ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যেখানে ৫০০ টাকা দিয়ে দুটি ফর্ম কিনে প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করে ৫৩টি বিভাগ ও ইন্সটিটিউটের যে কোনোটিতে ইচ্ছা মতো ভর্তি হতে পারে, সেখানে ইসলামী ইউনিভার্সিটিতে প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করে ২০টি বিভাগের যে কোনোটিতে ভর্তি হতে চাইলে ভর্তিচ্ছুদের ২,১০০ টাকা দিয়ে সাতটি ইউনিটের ফর্ম কিনতে হবে।

গত বছর ভর্তি কমিটির সভায় হাতে গোনা কয়েক শিক্ষক ছাড়া সব শিক্ষক ফর্মের দাম বাড়ানোর দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু ছাত্র সংগঠনগুলোর আন্দোলনের মুখে ফর্মের দাম বাড়াতে পারেনি। এবার দেশে জরুরি আইন জারি থাকায় ছাত্ররা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে পারবে না, সেই সুযোগে ফর্মের দাম ৫০ টাকা বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা হয়েছে। ভর্তিচ্ছুদের কাছ থেকে এতো বেশি পরিমাণ টাকা নিলেও পত্রিকায় ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয় না। এমনকি ইউনিভার্সিটির প্রায় ১০ কোটি টাকা বাজেট ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও এ টাকা ইউনিভার্সিটির উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় না হয়ে তা যায় ভর্তি পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের পকেটে। গত বছর বিভিন্ন ইউনিটের ২৫০ টাকা দরে ৪২ হাজার ৯০৩টি এবং বিভিন্ন কোটায় ১০০ টাকা দরে ৭১৪টি ফর্ম বিক্রি করে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ ১ কোটি ৭ লাখ ৯৭ হাজার ১৫০ টাকা আয় করে। মাত্র কয়েক লাখ টাকা ইউনিভার্সিটির ফান্ডে জমা দিয়ে বাকি সব ভর্তি পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা ভাগ করে নেয় বলে হিসাব বিভাগ সূত্রে জানা যায়। এতে জনপ্রতি ৩০ থেকে ৭০ হাজার করে টাকা পেয়েছেন। ভর্তি পরীক্ষার টাকার হিসাব চেয়ে গত বছর ইউনিভার্সিটি মঞ্জুরি কমিশন ইউনিভার্সিটিকে একটি চিঠি দেয়। প্রাপ্ত সূত্র মতে, সেই চিঠির জবাবে ইউনিভার্সিটি থেকে বেশ কিছু ভুল তথ্য সরবরাহ করা হয় বলে জানা গেছে। বিড়ম্বনা এখানেই শেষ নয়। ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পাওয়ার পর বিভাগে ভর্তি হতে গিয়ে দুর্ভোগে পড়তে হয় তাদের। রেজিস্ট্রার অফিসের অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও বিভাগীয় শিক্ষকরা ভর্তির চূড়ান্ত ফর্ম দিয়ে বিভাগের উন্নয়নের নামে ইচ্ছামতো ভর্তিচ্ছুদের কাছ থেকে বিভাগভেদে ২৫০ থেকে ৭০০ টাকা পর্যন্ত নিয়ে থাকেন। অথচ ইউনিভার্সিটি ব্যাংকের মাধ্যমে ছাড়া টাকা নেয়ার নিয়ম নেই।

এদিকে একাধিক জালিয়াত চক্র শিক্ষক-কর্মকর্তাদের যোগসাজশে প্রতি বছর ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাস ও প্রক্সি দেয়াসহ বিভিন্নভাবে দুর্নীতি করে থাকে। ভর্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক শিক্ষকের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে তারা কোন বক্তব্য দিতে রাজি হননি।